দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 27 OCT 1998
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

ভয়াবহ বন্যা ॥ পাবলিক পরীক্ষা নিয়ে পরীক্ষার্থী অভিভাবক ও শিক্ষক মহলে দ্বিধাদ্বন্দ্ব

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

ভয়াবহ বন্যার প্রেক্ষিতে পাবলিক পরীক্ষা নিয়ে পরীক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক মহলে দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। এসব মহল থেকে দাবি উঠেছে যথাযথ প্রস্তুতি নেবার লক্ষ্যে এসএসসি, এইচএসসি, দাখিল ও আলিম পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া হোক। প্রায় দু'মাসের স্থায়ী বন্যায় পড়াশোনার যে ক্ষতি হয়েছে তা পুষিয়ে নেবার জন্য পরীক্ষা পিছানোর এ দাবি উঠেছে।

বন্যার সময় দেশের বেশিরভাগ স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা ছিল বন্ধ। বাড়ি-ঘরে পানি থাকায় অধিকাংশ পরীক্ষার্থী পড়াশোনা করতে পারেনি। নক আউট বিশ্বকাপ ক্রিকেট, রমজান, ঈদ প্রভৃতি কারণে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগে বিঘ্ন ঘটবে। নবেম্বর-ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিতব্য টেস্ট পরীক্ষা উপলক্ষে অধিকাংশ স্কুলে সিলেবাস এখনও শেষ হয়নি। রাজধানীর তিনটি স্কুলে যোগাযোগ করে জানা যায়, পূর্বঘোষিত তারিখ অনুযায়ী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে শিক্ষার্থীরা প্রস্তুত নয়। শিক্ষকরাও সিলেবাস শেষ করতে হিমশিম খাচ্ছেন। একজন প্রধান শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানালেন, যদি পূর্বঘোষিত তারিখ অনুযায়ী এসএসসি পরীক্ষা হয় তবে সামগ্রিক ফল খারাপ হতে পারে। কারণ প্রচণ্ড মানসিক চাপের মুখে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দিতে হবে।

জানা যায়, কিছু কিছু নামী-দামী স্কুল-কলেজ অবশ্য বন্যায় পড়াশোনার ক্ষতি পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। প্রয়োজনে এসব স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা অতিরিক্ত ক্লাস নিচ্ছেন। ছুটি বাতিল করে তাঁরা সিলেবাস শেষ করার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। কিন্তু সব স্কুল-কলেজের দৃশ্য এ রকম নয়। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলছে গতানুগতিকভাবে। শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা না পিছালে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। অস্বাভাবিক চাপের মুখে তাদের অংশ নিতে হবে পাবলিক পরীক্ষায়।

পাবলিক পরীক্ষা পূর্বঘোষিত তারিখে অনুষ্ঠিত হবে কিনা এ ব্যাপারে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহম্মদ তোজাম্মেল হোসেন বলেন, আমরা এখনও চাই পাবলিক পরীক্ষা পূর্বঘোষিত তারিখে অনুষ্ঠিত হোক। তিনি জানান, বন্যায় শিক্ষার্থীদের ক্ষতি অবশ্যই হয়েছে। এ ক্ষতি পুষিয়ে ওঠা সম্ভব। পাবলিক পরীক্ষার তারিখ পিছালে নানা ঝামেলা সৃষ্টি হবে। তাই পরীক্ষা পিছানো হবে না বলে চেয়ারম্যান জানান।

উল্লেখ্য, পূর্বঘোষিত তারিখ জানুয়ারি '৯৯ সালের ৪ মার্চ এসএসসি এবং ৬ মে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হবার কথা।